# যুব প্রবণতা

জানুয়ারী ২০২৬

# ভূমিকা

**যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান নামে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন!**

আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশংসা করি, যিনি গত বছর তোমাদের চোখের মণির মতো রক্ষা করেছেন, তোমাদের শক্তিশালী করেছেন, ক্ষমতায়িত করেছেন এবং তাঁর গৌরবের জন্য অনুগ্রহপূর্বক তোমাদের ব্যবহার করেছেন। বছরের পর বছর ধরে, প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের বিশ্বস্তভাবে পরিচালনা করে আসছেন। এই শেষ সময়ে যখন প্রজন্ম জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছে, তখন তোমাদেরও যাকোবের মতো ঈশ্বরের সাথে লড়াই করতে হবে এবং তিনি তোমাদের জন্য যে বহুবিধ আশীর্বাদ চান তা গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের জন্য মহান কাজ সম্পাদন করার জন্য আকুল হৃদয় গড়ে তোলো। তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর শক্তি এবং তাঁর উপহার গ্রহণ কর এবং তাঁর সেবা কর।

যেমন মথি ৭:৭ পদ বলে: "চাও, তোমরা পাবে; খুঁজো, তোমরা পাবে; আঘাত করো, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।"

## আমরা কি জিজ্ঞাসা করবো?

ইলীশায় বিরল কিছু চেয়েছিলেন - আত্মার দ্বিগুণ অংশ। তার আধ্যাত্মিক চোখ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি এলিয়ের উপর অধিষ্ঠিত আত্মাকে উপলব্ধি করতে এবং কামনা করতে পারতেন।

## আমরা কি খোঁজ করবো?

যা উচ্চতর - যা চিরন্তন তা অন্বেষণ করো। পৃথিবীর মায়া এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পিছনে ছুটো না এবং শত্রুর ফাঁদে পা দিও না। ঠিক যেমন মোশি পাপের ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ করা এবং ঈশ্বরের লোকেদের সাথে দাঁড়ানো বেছে নিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে।

## আমরা কিসের জন্য কড়া নাড়ব?

বিশ্বাসে আঘাত করো, যাতে তোমার সামনে বন্ধ হওয়া প্রতিটি সুসমাচারের দরজা খুলে যায়। যদিও যেরিকোর দরজাগুলো শক্তভাবে বন্ধ ছিল, তবুও যিহোশূয়ার উপর বিশ্বাসের আত্মা তাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দান করেছিল। যখন ইস্রায়েলের সমগ্র মণ্ডলী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছিল, তখন যেরিকোর দুর্গের পতন ঘটে এবং তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

**আমার প্রিয় ছোট ছেলে/মেয়ে, যদি তুমি চাও, ঈশ্বর তোমাকে জাতিও দিতে সক্ষম। তুমি যিহোশূয়ার বংশধর - এমন একটি হৃদয় বহন করো যা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত প্রতিটি অঞ্চলের উত্তরাধিকারী হতে প্রস্তুত।**

**যীশুর ভালোবাসা ঘোষণা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড় - তোমার স্কুল থেকে কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থল গুলিতে।**

আপনারি ভাই,

Nathan CL.

JESUS REDEEMS MINISTRIES

# Jesus Redeems Vision & Mission

JESUS REDEEMS MINISTRIES

50 CRORE GOSPEL
5 CRORE SOULS

VISION 2030

**মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি (২০২১-২০৩০)**

যীশু মুক্তিদাতা মন্ত্রণালয়ে আমাদের মূল লক্ষ্য হল আগামী বছরগুলিতে (২০২১-২০৩০) সাহসী এবং বিশ্বাস-চালিত, ৫০ কোটি আত্মার কাছে সুসমাচার প্রচার করা, ৫ কোটি মানুষকে পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের নাগরিক হতে দেখা। এটি কেবল একটি লক্ষ্য নয় - এটি যীশু খ্রীষ্টের পরিবর্তনশীল বার্তা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রভাবিত করার জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত একটি আদেশ।

# যুব সেবা লক্ষ্য

আমাদের যুব আন্দোলনের হৃদস্পন্দন হলো: আগামী দশ বছরে, ৮০ শতাংশে পৌঁছানো লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে সুসমাচারের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং ৮০ লক্ষ আবেগপ্রবণ, নিবেদিতপ্রাণ যুবক-যুবতীদের প্রভুর জন্য এক অগ্নিসদৃশ সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা - যুবক-যুবতীরা যারা মিশনে বাস করে, খ্রীষ্টের জন্য নির্লজ্জভাবে দাঁড়ায় এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আলো বহন করে।

এটি একটি প্রজন্মের উত্থান। এটি একটি চলমান পুনরুজ্জীবন।

# প্রার্থনা

৮ কোটি (৮০ মিলিয়ন) যুবক-যুবতীর কাছে সুসমাচার প্রচার, খ্রীষ্টের জন্য ৮০ লক্ষ (৮ মিলিয়ন) যুবককে জয় করা এবং ৮০ লক্ষ ঘন্টা প্রার্থনা করার ঈশ্বর-প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে, যীশু মুক্তি যুব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, ঈশ্বর করুণার সাথে আমাদেরকে ইগনিটার্স ফেলোশিপ, ওয়ারফেয়ার প্রার্থনা, সারা রাত প্রার্থনা, গুগল মিট প্রার্থনা, কনফারেন্স কল প্রার্থনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রার্থনা উদ্যোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র ২০২৫ সালে ৫,৭৯,০৯৬ ঘন্টা প্রার্থনায় ব্যয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এর সাথে সাথে, ঈশ্বর আমাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করার জন্য পরিচালিত করে চলেছেন, আমাদের প্রজন্মের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণ হওয়ার জন্য গভীর বোঝা নিয়ে।

**সমস্ত মহিমা একমাত্র ঈশ্বরের!**

# যুব উৎসব

পুনরুজ্জীবন ঘোষণা ও মুক্তির জন্য ঈশ্বরের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রভু করুণার সাথে আমাদের ৩রা মে থেকে ১০ই মে পর্যন্ত ঈশ্বরের নালুমাবাদী তাঁবুতে ৫০টি পুনরুজ্জীবন উৎসব আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রতিটি সমাবেশ পুনরুজ্জীবন এবং রূপান্তরের একটি সাহসী ঘোষণা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

এই প্রজন্মের প্রতি ঈশ্বরের হৃদয়কে স্বীকৃতি দিয়ে, ডেভিড অডিটোরিয়ামে সাতটি শক্তিশালী দিন ধরে একটি বিশেষ যুব পুনরুজ্জীবন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি দিন তরুণদের জীবনে উদ্দেশ্য, আবেগ এবং প্রতিশ্রুতি জাগানোর জন্য একটি অনন্য, শেষ সময়ের পুনরুজ্জীবন বার্তা বহন করে। গড়ে, প্রতিদিন প্রায় ৬০০ জন তরুণ অংশগ্রহণ করে।

সাত দিন ধরে, ৪,১৪৩ জন যুবক ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ২৪২ জন যুবক প্রথমবারের মতো যীশু খ্রীষ্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ২৪০ জন যুবক-যুবতীকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সদ্য অভিষিক্ত করা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের জন্য সাহসের সাথে জীবনযাপন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত পরামর্শ এবং প্রার্থনার মাধ্যমে, বিভিন্ন পাপ এবং সংগ্রামের দ্বারা আবদ্ধ ৫১৮ জন যুবক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাফল্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

এছাড়াও, ৬ই মে, সন্ধ্যা ৬:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত ঈশ্বরের তাঁবুতে একটি বিশেষ সন্ধ্যাকালীন যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে প্রায় ৬,০০০ যুবকের বিশাল জনতা উপস্থিত ছিল। ভাই মোহন সি. লাজারাস "যোসেফ - একটি ফলপ্রসূ দ্রাক্ষালতা" থিমের অধীনে বাক্য পরিচর্যা করেছিলেন, যা যুবকদের পুনরুজ্জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৌড়াতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ক্ষমতায়িত করে প্রেরণ করেছিলেন।

একমাত্র ঈশ্বরের সমস্ত মহিমা!

# হারিয়ে যাওয়া, পাওয়া, এবং সম্পূর্ণ ব্যবহৃত!!

এমন এক পৃথিবীতে যেখানে অনেক পরিচারক জনপ্রিয়তা এবং স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করেন, সেখানে এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া বিরল যারা তাদের জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতির পূর্ণতা প্রকাশের জন্য আবেগের সাথে আকাঙ্ক্ষা করে। আজ, আমরা এমন একজন দাসের শক্তিশালী জীবন সাক্ষ্য শুনতে যাচ্ছি - যার পরিচর্যা তার বহন করা গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রবাহিত করতে দেয়। গানগুলি কেবল লেখা হয় না; এগুলি ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ঈশ্বর-প্রদত্ত এই গানগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি, তিনি বিশ্বস্তভাবে গির্জার একজন পালক হিসেবেও কাজ করেন। আসুন এখন শুনি কিভাবে পাস্টর ডেভিড স্যাম জয়সন নিজেই বিশ্বাস, আহ্বান এবং অনুগ্রহের তার যাত্রা ভাগ করে নিচ্ছেন।

## আপনার শৈশব এবং পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে বলুন!

কন্যাকুমারী (নাগেরকয়েল) জেলায় পাস্টর জয়সন এবং বোন লিজি বাইয়ের পঞ্চম পুত্র হিসেবে আমার জন্ম। আমার তিন বড় ভাই এবং এক বড় বোন। আমার দ্বিতীয় ভাই জনসাম জয়সন। আমার জন্মের আগেই, একজন দেবদূত আমার মাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে ডেভিড নামে একটি সন্তানের জন্ম হবে - ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আমি এই পৃথিবীতে এসেছি।

একজন যাজকের পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে, খুব ছোটবেলা থেকেই আমাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। মাত্র চার বছর বয়সে আমি তবলা বাজানো শুরু করি। পুরাতন। আমার বাবা-মা আমাকে ছোটবেলা থেকেই একটি তবলা কিনে দিয়েছিলেন এবং গির্জায় বাজানোর জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত, আমি আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং পার্থিব শিক্ষা উভয়ের সুস্থ ভারসাম্য বজায় রেখে বড় হয়েছি।

## একজন যাজকের পরিবারের সদস্য হওয়ায়, মানুষ ধরে নেয় যে আপনি সবসময়ই খুব আধ্যাত্মিক ছিলেন। আপনার যৌবনকাল আসলে কেমন ছিল?

আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়ছিলাম, তখন আমার সব বন্ধুরা বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। আমি ভাবলাম, "যদি আমি বাপ্তিস্ম না নিই, তাহলে লোকেরা কথা বলবে - সর্বোপরি, আমি একজন যাজকের ছেলে।" তাই, আমি তাদের সাথে যোগ দিলাম এবং বাপ্তিস্ম নিলাম, কিন্তু আমি তখনও প্রকৃত পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি।

এরপর, আমি ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকভাবে দূরে সরে যেতে লাগলাম। আমি আমার পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। বন্ধুদের খাবারের জন্য আমি উদারভাবে অর্থ ব্যয় করতাম, কিন্তু আমার কোনও গুরুতর খারাপ অভ্যাস ছিল না। আমি গির্জায় সক্রিয় ছিলাম এবং আমার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব পালন করতাম, তবুও ঈশ্বর এবং আমার মধ্যে

কোনও প্রকৃত সম্পর্ক ছিল না। আমি যখন দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠি, তখন আমি খারাপভাবে পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমি খুব কম নম্বর পেয়ে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম - আমার প্রচেষ্টার জন্য নয়, বরং আমার বাবা-মায়ের প্রার্থনার জন্য। যেহেতু আমি কেবল একাদশ শ্রেণীতে ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, তাই পড়াশোনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমার পরিবারের সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, তাই আমিও একই কাজ করেছিলাম এবং একটি কলেজে বিই কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম যেখানে আমি কোনওভাবে আমার নম্বর পেয়ে ভর্তি হতে পেরেছিলাম।

## কলেজে থাকাকালীন আপনি কীভাবে প্রকৃত পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন?

কলেজের তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত, আমার জীবন তখন এক বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। একদিন, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

“ডেভিড, তুমি কি বুঝতে পারছো তুমি কোন পথে আছো? তুমি কি জানো তুমি কার ছেলে? তুমি কি বুঝতে পারছো ঈশ্বর তোমার জীবনের জন্য কী পরিকল্পনা করেছেন?”

সে আমাকে আগেও অনেকবার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু কোন কিছুই আমাকে নাড়া দেয়নি। সেদিনটা ছিল অন্যরকম। আমার হৃদয় ভেঙে গেল। অনিয়ন্ত্রিতভাবে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। কথা বলার পর, সে কেবল বলল, “ডেভিড, তোমার জীবনের যত্ন নাও। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন,” এবং চলে গেল।

আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না। আমি আমার ঘরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললাম, “প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।“ সেই দিন - যখন আমি আমার জীবন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলাম - সেই দিনটিই ছিল সত্যিকার অর্থে আমার মুক্তির অভিজ্ঞতা। আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম।

পঞ্চম সেমিস্টার পর্যন্ত আমি পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে জীবন সমর্পণ করার পর, আমি আমার সমস্ত বিষয়ে পাশ করেছিলাম। সেই মুহূর্ত থেকে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এমনকি আমার শেষ বর্ষ শেষ করার আগেই, ঈশ্বর আমাকে পরিচর্যায় ডাকলেন।

## অসাধারণ! ফোন পাওয়ার সাথে সাথেই কি আপনি পরিচর্যায় পা রেখেছিলেন?

না। সত্যি বলতে, আমি প্রথমে একটা চাকরি করতে চেয়েছিলাম। সেই মরসুমে, বাবার সাথে কেরালা ভ্রমণের সময়, প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন:

“আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, এবং তোমার মাধ্যমে আমি মহিমান্বিত হব।”

ফেরার পথে, আমি ঈশ্বরের কাছে একটি চিহ্ন চেয়েছিলাম। আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আমি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হই, একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডার পাই এবং তারপর পরিচর্যায় পা রাখি। ঠিক যেমনটি আমি প্রার্থনা করেছিলাম, ৬০ জন প্রার্থীর একটি সাক্ষাৎকারে - যেখানে মাত্র ৫ জনকে নির্বাচিত করা হবে - আমি সমস্ত রাউন্ড পেরিয়েছি। যদিও অন্যরা ইংরেজিতে আরও দক্ষ এবং সাবলীল ছিল, তবুও আমি বেঙ্গালুরুতে একটি চাকরির জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডার পেয়েছি।

যে মুহূর্তে আমি সেই চিঠিটি আমার হাতে ধরলাম, আমি এটি ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, নিজেকে পরিচর্যায় সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করলাম এবং তিন বছরের জন্য বাইবেল কলেজে যোগদান করলাম।

## অসাধারণ! আপনার পরিচর্যার যাত্রা সম্পর্কে আমাদের বলুন।

শুরুতে, আমি আমার বাবার সাথে পরিচর্যার জন্য ভ্রমণ করতাম এবং মাঝে মাঝে গান গাইতাম। পরে, আমি আমার ভাইয়ের সাথে পরিচর্যা করতাম। লকডাউন মরসুমে, ঈশ্বর আমাকে একটি তাঁর কৃপায়, ঈশ্বরের

সুপরিচিত দাসদের সাথে পরিচর্যা করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

বর্তমানে, আমি ফুল গসপেল পেন্টেকস্টাল চার্চে একজন যাজক হিসেবে কাজ করছি। ২০১৬ সালে, ঈশ্বর আমাকে "ভিত্তুক কোডুক্কাধবর" (যিনি কখনও যেতে দেননি) গানটি দিয়েছিলেন। "আমি আত্মসমর্পণ করেছি" গানটি এরকম ভাবে লেখা।

"আমি কিছুই করতে পারি না - প্রভু, আমাদের জীবনে অলৌকিক কাজ করো" - এই কথাগুলো শুনে আমি নিজেই বললাম। এই গানগুলোর মাধ্যমে যতই সাক্ষ্য আসতে লাগল, আমার বিশ্বাস এবং শক্তি আরও বেড়ে গেল। কেবল ঈশ্বরের নামই মহিমান্বিত হল।

## আপনার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন!

অ্যালিস আর আমি ২০১৬ সালে বিয়ে করি। প্রথম বছর আমরা সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা ভাবিনি। পরে, মানুষের মুখে বলা কিছু কথা আমাদের গভীরভাবে আঘাত করেছিল—বিশেষ করে আমার স্ত্রীকে। আমরা আমাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি, "আমি তোমার বংশধরদের আশীর্বাদ করব," আমাদের শক্তিশালী করেছিল।

আমার স্ত্রী অটল বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করেছিলেন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে, ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র সন্তান, আইজ্যাক স্যাম জয়সন দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যা প্রমাণ করেছিল যে তিনি তাঁর কথার প্রতি বিশ্বস্ত। আজ, আমরা দুই পুত্র এবং এক কন্যার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। ঠিক যেমন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঈশ্বর আমাদের প্রজন্মকে আশীর্বাদ করে চলেছেন এবং তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের পরিবারকে ব্যবহার করছেন।

## তরুণদের সাথে আপনি কী বার্তা ভাগ করে নিতে চান?

যৌবনকাল হলো ঈশ্বরের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই পর্যায়ে যখন আপনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ করবেন, তখন তিনি আপনাকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করবেন।

যদি ঈশ্বর আমার মতো কাউকে ক্ষমা করতে, পুনরুদ্ধার করতে এবং ব্যবহার করতে পারেন - যিনি একজন যাজকের পুত্র হয়েও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট জীবনযাপন করেছিলেন - তাহলে আজ আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি যতই দূরে সরে যান না কেন, ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করতে, আপনাকে গ্রহণ করতে এবং আপনাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

**প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, সেই একই ঈশ্বর যিনি ডেভিড স্যামকে একজন বন্ধুর বাক্যের মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাকে পরিচর্যায় ডেকেছিলেন এবং আজ তাকে একজন পালক এবং উপাসনা নেতা বানিয়েছিলেন, তিনিই আপনার জন্যও একই কাজ করতে পারেন। যদি আপনি ভগ্ন, অযোগ্য বোধ করেন - তাহলে আপনার জীবন যীশুর কাছে সমর্পণ করুন। তিনি আপনাকে কখনও অন্য কারও হাতে তুলে দেবেন না। তিনি আপনাকে তাঁর হাতে তুলে নেবেন এবং আপনার জীবনকে মূল্যবান করে তুলবেন!**

# পত্রিকা বিভাগ

২০০৯ সাল থেকে, ভ্যালিবার উলাগাম একটি মাসিক যুব পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, যা প্রিন্ট এবং ডিজিটাল উভয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের কাছে পৌঁছায়। প্রতি মাসে তামিল, ইংরেজি, হিন্দি এবং মালায়ালাম ভাষায় প্রায় ১৯,০০০ কপি ছাপা হয় এবং ডাকযোগে তরুণদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই পত্রিকাটি তেলেগু এবং কন্নড় ভাষায় অনলাইনেও উপলব্ধ, প্রতি মাসে ১,০০০ এরও বেশি পাঠক এটি ডাউনলোড করে উপকৃত হচ্ছেন। ২০২৫ সাল থেকে, ঈশ্বরের কৃপায়, পত্রিকাটি বাংলা ভাষাতেও উপলব্ধ করা হয়েছে।

আমরা প্রার্থনাপূর্বক এই বছর আরও দুটি ভাষায় প্রচারের পরিকল্পনা করছি, ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে তিনি আমাদের আরও বেশি সংখ্যক তরুণদের জীবনে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন।

# জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, কড়া নাড়া!

Promise Message:
Mohan C. Lazaurs

যখনই আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে ধরে রেখে প্রার্থনা করি, তখন তিনি আমাদের জীবনে সেই প্রতিশ্রুতির আশীর্বাদ প্রকাশ করার জন্য চিরকাল বিশ্বস্ত থাকেন।

২০২৫ সালের জন্য, প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "ভয় পেও না! আমি, প্রভু, তোমার কাছে আসব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করব" (যাত্রাপুস্তক ২০:২৪)। প্রভু কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঠিক অলৌকিক কাজ করেছিলেন তার অসংখ্য সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে, আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রশংসায় উপচে পড়েছিল।

"আমি যখন ২০২৬ সালের প্রতিজ্ঞার জন্য উপবাস করে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অপেক্ষা করছিলাম, তখন প্রভু স্পষ্টভাবে বললেন, যদি তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তা দেব। যদি তুমি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে আমাকে খুঁজো, আমি তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব। যদি তুমি আমার হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়ো, তবে তা তোমার জন্য উন্মুক্ত হবে" (মথি ৭:৭)। আসুন আমরা এই বছরের জন্য ঈশ্বর আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে নিহিত এই তিনটি সত্য নিয়ে ধ্যান করি।

## জিজ্ঞাসা করুন - এবং এটি আপনাকে দেওয়া হবে

**"চাও, তোমাদের দেওয়া হবে"(মথি ৭:৭)**। যখন কিছু লোক আমার কাছে প্রার্থনার জন্য আসে এবং আমি জিজ্ঞাসা করি, "আমি কী প্রার্থনা করব?", তখন কয়েকজন চুপ করে থাকে। যদি তারা কথা না বলে, তাহলে কীভাবে কেউ তাদের প্রয়োজন জানতে পারবে এবং প্রার্থনা করতে পারবে? অন্যরা বলে, "ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সবকিছু জানেন।" হ্যাঁ, ঈশ্বর আপনার চাওয়ার আগেই আপনার চাহিদা জানেন - কিন্তু তিনি এখনও চান যে আপনি তাঁর কাছে চান।

যীশু যখন পৃথিবীতে সৎকর্ম করে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তখন বর্থলময় নামে এক অন্ধ ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। যীশু যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে সে জোরে চিৎকার করে বলল, "যীশু, দায়ূদের পুত্র!" যীশু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও যে আমি তোমার জন্য কি করি?" যখন বর্থলময় উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি দেখতে চাই, "তখন যীশু একটি অলৌকিক কাজ করলেন এবং সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন (মার্ক ১০'৪৬-৫২)।

ঈশ্বর সবকিছু জানেন, তবুও তিনি আশা করেন যে আমরা তাঁর সামনে আমাদের হৃদয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করব। এই কারণেই প্রভু নিজেই বলেছেন, "চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।"

- **দুজন অন্ধ লোক চিৎকার করে বলল, "হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন!" আর তারা দৃষ্টিশক্তি পেল (মথি ৯:২৭-৩০)।**
- **কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেছিলেন (মথি ৮:২-৩)।**
- **একজন শতপতির দাস সুস্থ হয়ে উঠল (মথি ৮:৫-১৩)।**
- **একজন কনানীয় মহিলার মেয়ে সম্পূর্ণরূপে ভূতের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল (মথি ১৫:২২-২৮)।**
- **মন্দ আত্মার যন্ত্রণায় কাতর এক বালককে মুক্ত করা হয়েছিল (মথি ১৭:১৪-১৮)। ঠিক একইভাবে, যখন আপনি বিশ্বাসের সাথে যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করবেন, তখন প্রভু অবশ্যই আপনার জন্য অলৌকিক কাজ করবেন।**

একজন গভীর ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি যীশুকে চিনতেন না। প্রায় ১৫ বছর ধরে, তিনি এবং তার স্ত্রী কোন সন্তান ছাড়াই জীবনযাপন করেছিলেন, উপহাস, অপমান এবং মানসিক যন্ত্রণার কারণে। চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা এবং অনেক দেবতার উপর তাদের আশা স্থাপন করা সত্ত্বেও, কিছুই পরিবর্তন হয়নি। যখন হতাশা তাদের গ্রাস করে, তখন তারা যীশুর কথা শুনতে পান এবং "আসুন আমরা প্রার্থনা করি" অনুষ্ঠানটি দেখতে শুরু করেন।

একদিন, গর্ভের ফলের জন্য প্রার্থনা করার সময়, স্বামী-স্ত্রী একসাথে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করলেন, "যীশু, আমাদের একটি সন্তান দিন যাকে আমরা আপনার জন্য লালন-পালন করব।" প্রভু তাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং তাদের একটি সন্তানের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হয়েছিল; তাদের লজ্জা, বেদনা এবং হতাশা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, অপ্রতিরোধ্য আনন্দে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

সেই একই প্রভু আজ তোমাদের জন্য অলৌকিক কাজ করতে প্রস্তুত। বিশ্বাসের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ যীশু নিজেই বলেছেন, "যে কেউ চায় সে পায়" (মথি ৭:৮; লূক ১১:১০)।

## খুঁজুন - এবং আপনি পাবেন

**"অনুসন্ধান কর, পাবে" (মথি ৭:৭)**

প্রভু বলেন, **"তোমরা আমাকে খুঁজবে এবং যখন তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে খুঁজবে, তখন আমাকে পাবে... তোমরা আমাকে খুঁজে পাবে" (যিরমিয় ২৯:১৩-১৪)।**

২ বংশাবলি ৭:১৪ পদে, প্রভু বলেছেন, "আমার মুখের সন্ধান করো।" প্রায়শই, আমরা কেবল ঈশ্বরের আশীর্বাদই চাই - যা তাঁর হাত দিতে পারে। কিন্তু আশীর্বাদের চেয়েও বেশি, আমাদের অবশ্যই স্বয়ং প্রভুর সন্ধান করতে হবে, যিনি এগুলি দান করেন।

দানিয়েল সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আমি প্রভু ঈশ্বরের দিকে ফিরে প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে তাঁর কাছে বিনতি করেছিলাম" (দানিয়েল ৯:৩)।

এটা সত্য যে ঈশ্বর মানুষের সাথে দেখা করেন। যখন আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে খুঁজি, তখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন - তৃষ্ণার্ত হৃদয়, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের জন্য নিঃস্বার্থ সাধনা। তাহলে প্রভু অবশ্যই নিজেকে প্রকাশ করবেন।



তামিলনাড়ুর রামানাথপুরমের এক যুবক, যদিও খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল, বিশ্বাস ছাড়াই জীবনযাপন করেছিল এবং একটি নাস্তিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তার জীবন মদ্যপান এবং ধূমপানে ডুবে ছিল। একদিন, যীশু খ্রীষ্ট তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে, পরিত্রাণের আনন্দ তার হৃদয়ে ভরে ওঠে এবং সে পাপপূর্ণ অভ্যাস থেকে স্থায়ী মুক্তি লাভ করে।

একদিন, যুবকটি নিজেকে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে গভীর আকাঙ্ক্ষায় চিৎকার করে বলল, "যত সময়ই লাগুক না কেন, আমাকে প্রভুর দেখা পেতেই হবে!" উপবাস এবং ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনার মাধ্যমে, সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করল।

হঠাৎ, ঘরটি এক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। আলোর মাঝখানে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো এক উজ্জ্বল মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, তখন যীশু খ্রীষ্ট এক দর্শনে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন, নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং এমনকি তাঁকে একজন ভাববাদী হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। সেই যুবক আজ আমাদের প্রিয় ভাই, ভাববাদী ভিনসেন্ট সেলভাকুমার, যিনি প্রভুর সেবায় প্রবলভাবে নিয়োজিত।

আমরা যদি আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুকে খুঁজি, তাহলে আমরা তাঁকে খুঁজে পাব। যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের কাছে পিতা ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য। অতএব, আমরা তাঁকে দেখতে পারি, তাঁর সাথে দেখা করতে পারি, এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বরও শুনতে পারি।

## কড়া নাড়ো - আর দরজা খুলে যাবে

"চাও, তোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে"(মথি ৭:৭)। আজ প্রভু তোমাকে বলছেন, "আমার সন্তান, যদি তুমি আঘাত করো, তাহলেতোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে।"

যীশু এই সত্যটি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলেন। এক ব্যক্তি মধ্যরাতে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল এবং বলল, "আমার এক বন্ধু ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসেছে, আর আমার কাছে তাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। দয়া করে আমাকে তিনটি রুটি ধার দিন।

যদিও বন্ধুটি উত্তর দিয়েছিল, "আমাকে বিরক্ত করো না। দরজা বন্ধ, আমার বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে, আর আমি উঠতে পারছি না," তবুও লোকটির বারবার অনুরোধের কারণে, সে উঠে তাকে যা প্রয়োজন তা দিয়েছিল (লূক ১১:৫-৮)।

একইভাবে, যদি তুমি দরজায় কড়া নাড়ো, তাহলে কেবল তোমার জন্যই নয়, বরং তোমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, গ্রাম, শহর এমনকি তোমার জাতির জন্যও দরজা খুলে যাবে। অন্যদের জন্য মধ্যস্থতা করা একটি মহান সুযোগ এবং প্রভুর কাছে এটি গভীরভাবে আনন্দদায়ক।

ঈশ্বরের বাক্য বলে, "আমি অনুরোধ করছি যে সকল মানুষের জন্য বিনতি, প্রার্থনা, মধ্যস্থতা এবং ধন্যবাদ করা হোক... এটা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে" (১ তীমথিয় ২:১-৩)। যখন আমরা অন্যদের বোঝা বহন করি এবং তাদের হয়ে স্বর্গের দরজায় কড়া নাড়ি, তখন প্রভু অবশ্যই উত্তর দেবেন।

**আজ, প্রভু তোমার প্রার্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন।**

**যখন আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ধাক্কা দেব, তখন বন্ধ দরজা খুলে যাবে। আমরা যখন প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি স্বীকার করব এবং ধন্যবাদ সহকারে প্রার্থনা করব, তখন আমরা অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করব দিনের পর দিন।**

# যুব পুনরুজ্জীবন সভা

৮ কোটি তরুণের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে চালিত "যীশাস রিডিমস ইয়ুথ মিনিস্ট্রি"-এর মাধ্যমে, ঈশ্বর তরুণদের একটি উৎসাহী প্রজন্ম গড়ে তুলছেন যারা প্রতিটি গ্রাম এবং প্রতিটি শহরে যীশুর বার্তা পৌঁছে দেবে। এই বোঝা বহন করে, তালুক গ্রাম এবং জেলা জুড়ে যুবকদের একত্রিত করা হয়েছিল, যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ভাগ করা হয়েছিল এবং পরিচর্যার জন্য হৃদয় প্রজ্বলিত হয়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায়, প্রায় ৬,৩৩৯ জন যুবককে সাহস এবং উদ্দেশ্যের সাথে সুসমাচার পরিচর্যায় পদক্ষেপ রাখার জন্য প্রশিক্ষিত, সজ্জিত এবং সংগঠিত করা হয়েছিল।

**সকল গৌরব একমাত্র ঈশ্বরের!**

# পুনরুজ্জীবন সেনাবাহিনী

(Fire Team)

যীশাস রিডিমস ইয়ুথ মিনিস্ট্রির মাধ্যমে প্রভুর দেওয়া ঐশ্বরিক আদেশ অনুসারে, ২০২১ সাল থেকে, সাড়ে তিন বছর ধরে ২৬ জন তরুণকে বিশ্বস্তভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। আজ, ঈশ্বর তাঁর মহিমার জন্য তাদের শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করছেন। প্রভু "আমি সাধারণ যুবকদের অসাধারণ কাজ করে যাব"- এই প্রতিশ্রুতি তিনি এখন তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে পূরণ করছেন।

**সমস্ত মহিমা একমাত্র ঈশ্বরের!**

# পুনরুজ্জীবন সুসমাচার প্রচারক

## (Revival Missionaries)

তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক রাজ্যগুলিকে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে, যেখানে ৩৮ জন পুনরুজ্জীবন মিশনারি সক্রিয়ভাবে সেবা করছেন। তারা গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণ করে সুসমাচার প্রচার করে, গির্জায় পরিচর্যা করে, পুনরুজ্জীবনের বার্তা ঘোষণা করে এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে। তাদের পরিচর্যার মাধ্যমে, ঈশ্বর অনেক জীবন্ত সাক্ষ্য উত্থাপন করছেন।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত, এই মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, তারা সাতটি অঞ্চলের ১৮০টি গ্রামে পরিদর্শন করেছিলেন, ৭১,৫৩৬ জনের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর এই তরুণ মিশনারিদের ব্যবহার করে ৭১টি গির্জায় পুনরুজ্জীবনের জরুরিতা ঘোষণা করেছিলেন, অনেককে আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্নবীকরণের একটি স্পষ্ট পথের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

# পুনরুজ্জীবন IGNITERS

## মাসিক সহভাগিতা

যুবসমাজকে প্রভুর জন্য এক উদ্যমী সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের জেগে ওঠার এবং সেবা করার জন্য, প্রতি মাসে তামিলনাড়ুর ৩৬টি জায়গায়, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ এবং কর্ণাটকের মতো রাজ্যের ৫টি জায়গায়, মোট ৪১টি জায়গায় ইগনিটার্স যুব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি মাসে, ইগনিটার্স তাদের আত্মা এবং আত্মায় নতুন শক্তি অর্জন করে এবং তাদের গ্রামে গিয়ে নিবিড়ভাবে সুসমাচার প্রচার করে এবং আত্মা জয় করে। প্রতি মাসে, ১৬০০ ইগনিটার্স একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করে। ২০২৬ সালে তেলঙ্গানা এবং কেরালায় সভা শুরু করার পরিকল্পনা এবং প্রার্থনা চলছে।

# স্কুল ও কলেজ সুসমাচার প্রচার

ঈশ্বর আমাদের জন্য দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর প্রায় ৭৯টি স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনের দরজা করুণার সাথে খুলে দিয়েছেন। এই পরিদর্শনের সময়, আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে যীশুর ভালোবাসা ভাগ করে নিয়েছি, শিক্ষার জীবন পরিবর্তনকারী শক্তি সম্পর্কে কথা বলেছি এবং যারা তাদের পড়াশোনায় সংগ্রাম করছিল তাদের অনুপ্রাণিত করেছি। উৎসাহ, ব্যবহারিক নির্দেশনা এবং আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে, অনেক শিক্ষার্থী তাদের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সাফল্য অর্জনের জন্য বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। শুধুমাত্র এই বছরই, ঈশ্বর আমাদের জন্য ২১,৬৭৭ জন শিক্ষার্থীর সাথে যীশুর ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার এবং তাদের জীবনকে স্পর্শ করার এবং আশা ও উদ্দেশ্যের সাথে ভবিষ্যত গঠনের একটি উপায় তৈরি করেছেন।

# অর্জনকারী

(পরীক্ষাদানকারী শিক্ষার্থীদের জন্য সভা)

প্রতি বছর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বিশেষভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অ্যাচিভার্স সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঈশ্বরের কৃপায়, আমরা গত বছরও তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র প্রদেশ জুড়ে এই সমাবেশগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি। এমন এক মরসুমে যখন অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার ভয়ে এবং আত্ম-সন্দেহে জর্জরিত ছিল, এই সভাগুলি তাদের মনোযোগী অধ্যয়ন নির্দেশিকা, চিকিৎসা পরামর্শ, প্রেরণামূলক পরামর্শ এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করে। সাহস। প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং হৃদয় ও মনে শক্তিশালী হয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত ১৫টি অ্যাচিভার্স গ্যাথরিংয়ের মাধ্যমে, প্রায় ৭,৪৮৭ জন ছাত্র প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করেছিল।

**একমাত্র ঈশ্বরের সমস্ত মহিমা!**

# সিনাই পর্বত

## (একদিনের যুব উপবাস প্রার্থনা)

2025

এই শেষকালের পুনরুজ্জীবনে তরুণদের জাতির জন্য মধ্যস্থতাকারী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মার কাছে সুসমাচার প্রচারকারী শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, এলিজার মতো সাহসের সাথে ঘোষণা করে যে "একমাত্র প্রভুই ঈশ্বর," "সিনাই পর্বত - যুবসমাজের জন্য একদিনের উপবাস প্রার্থনা" গত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে দীপাবলির দিনে পরিচালিত হয়ে আসছে।

এই বছরও, ঈশ্বরের কৃপায়, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, পুদুচেরি এবং মহারাষ্ট্রের ৩৩টি স্থানে সিনাই পর্বতের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় ৬,৫০০ তরুণ-তরুণী একত্রিত হয়েছিলেন, সারাদিন উপবাস করেছিলেন এবং জাতির জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করার জন্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

# আন্তঃরাজ্য মন্ত্রণালয়

ঈশ্বরের অশেষ কৃপায়, ২০২৫ সাল উত্তর ভারত-কলকাতা, বিহার এবং পুনে জুড়ে শক্তিশালী যুব পুনরুজ্জীবন সমাবেশ এবং সুসমাচার প্রচারের সাক্ষী ছিল। ঈশ্বর-নির্ধারিত এই সভাগুলির মাধ্যমে, প্রায় ২,১০২ জন তরুণ খ্রীষ্টে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের উত্থান, উজ্জ্বলতা এবং সক্রিয়ভাবে সেবা করার জন্য একটি নতুন অঙ্গীকার নিয়ে তাদের অঞ্চলে ফিরে এসেছিল।

উত্তর ভারত জুড়ে, ঈশ্বর তরুণ বিশ্বাসীদের একটি প্রজন্ম গড়ে তুলছেন, তাদের জীবনে পুনরুজ্জীবনের আগুন প্রজ্বলিত করছেন এবং তাদের তাঁর রূপান্তরকারী শক্তির বাহক হিসেবে ব্যবহার করছেন।

কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে, একটি গতিশীল যুব পুনরুজ্জীবন সমাবেশ আমাদের প্রায় ৩০৯ জন তরুণের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম করেছিল, অন্যদিকে অন্ধ্র প্রদেশে, ঈশ্বর করুণার সাথে প্রায় ৯০০ জন যুবকের জন্য সেবার দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

**এই সমাবেশগুলির মাধ্যমে যে তরুণরা মুগ্ধ এবং শক্তিশালী হয়েছিল তারা এখন বিশ্বস্ততার সাথে মন্থলি ফেলোশিপে অংশগ্রহণ করছে, উৎসাহের সাথে পরিচর্যায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ঈশ্বরের জন্য কাজ করছে ।**

# আসুন, আমরা প্রার্থনা করি!

## জানুয়ারী ২০২৬

আসুন আমরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দশম বারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণকারী শ্রী নীতিশ কুমার এবং ২৬ জন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করি যে ঈশ্বরের সুরক্ষা তাদের উপর ন্যস্ত থাকুক এবং তাদের শাসনব্যবস্থা যেন প্রজ্ঞা ও ধার্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত হয়।

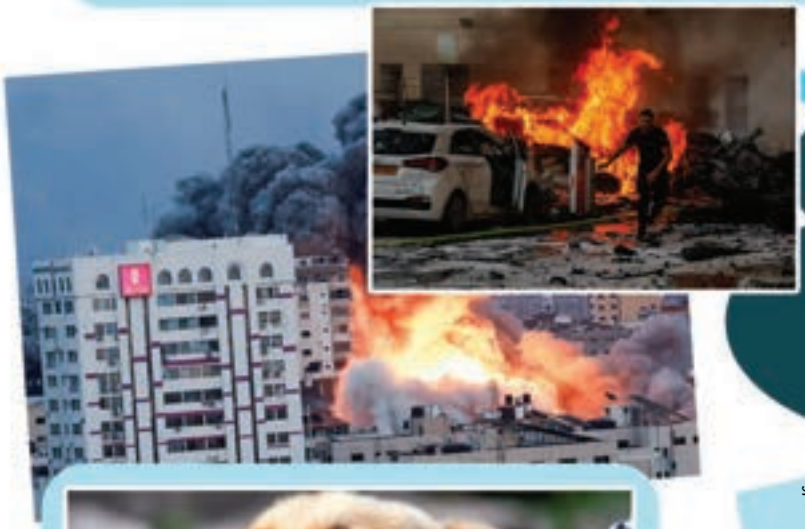

যুদ্ধবিরতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর পর, গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ২৮০ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আসুন আমরা এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি।

এশিয়া ও আফ্রিকায় ৯৭% জলাতঙ্ক রোগ কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়, যা প্রতি বছর প্রায় ৬০,০০০ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। আসুন আমরা সকলেই উন্মত্ত কুকুরের আক্রমণ থেকে মানুষের সুরক্ষা এবং কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করি।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে ১৮ জন নিহত হয়েছেন, ৩৪ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। অনেকেই ১০ থেকে ২৫ ফুট গভীর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে শোকাহত পরিবারগুলি সান্ত্বনা এবং শক্তি লাভ করুক।

দুই মাস আগে, নাইজেরিয়ায় সন্ত্রাসীদের হাতে ২৫ জন খ্রিস্টান নিহত হয়েছিল। আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে কাঁদি যেন নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন ও হত্যার অবসান হয়।



গত ১০ বছরে, দিল্লিতে প্রায় ১,৮৪১,৮৪ লক্ষ শিশু নিখোঁজ হয়েছে এবং প্রায় ৫০,৭৭১ জন শিশু এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১২-১৮ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে মেয়েদের নিখোঁজের সংখ্যা বেশি। শুধুমাত্র জানুয়ারী থেকে অক্টোবর ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪,৮২৮ জন শিশু নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আসুন আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই শিশুদের নিরাপদ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করি।

ভারতের সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষিত শহর হল নয়াদিল্লি। ভারতে বায়ু দূষণের কারণ ৫০% শিল্প নির্গমন, ২৭% যানবাহন নির্গমন, ১৭% ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এবং ৭% রান্নার জ্বালানি। ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ বায়ু দূষণের কারণে মারা যায়। আসুন আমরা বায়ু দূষণ থেকে সুরক্ষার জন্য এবং অতিরিক্ত দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করি।



৮.২ বিলিয়ন মানুষের এই বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১.৩৫ মিলিয়ন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়, যার মধ্যে প্রাণহানির সংখ্যায় ভারত প্রথম স্থানে রয়েছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা হোক এবং জীবন রক্ষা করা হোক।

২০২৫ সালে, ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় - তিব্বতে ১২৬ জন, মায়ানমারে ৫,৪৫৬ জন, আফগানিস্তানে ৬০০ জনেরও বেশি, বাংলাদেশে ৬ জন এবং ফিলিপাইনে ৩১ জন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর যেন এই বছর আমাদের এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন।

আসুন আমরা প্রার্থনায় ঐক্যবদ্ধ হই, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি যে তিনি এই পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করবেন, সুরক্ষা করবেন এবং আরোগ্য আনবেন।

# Media Ministry













যীশাস রিডিমস ইয়ুথ মিনিস্ট্রির মাধ্যমে, একচেটিয়া, যুব-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের একটি বিস্তৃত পরিসর - যার মধ্যে রয়েছে উপাসনা কনসার্ট, সাক্ষ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, কানাভুপথাই (স্বপ্নের পথ), উনমাইয়াই থেরিনজুক্কো (সত্য জানুন), এবং ভাই মোহন সি. লাজারাসের বিশেষ বার্তা - প্রতি সপ্তাহে যীশাস রিডিমস ইয়ুথ মিনিস্ট্রির মাধ্যমে এবং সাথিয়াম টিভির মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়। (প্রতি শনিবার সকাল ৬:৩০ মিনিটে সাথিয়াম টিভিতে এবং সকাল ৭:০০ টায় যীশাস রিডিমস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচারিত হয়।) গত বছর, "উপাসনা ও সাক্ষাৎ," "বিতর্ক-আলোচনা টক শো," এবং "পুনরুজ্জীবনের পদচিহ্ন" এর মতো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানগুলি নতুনভাবে চালু করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল যুবসমাজের কাছে সুসমাচার প্রচার করা এবং পুনরুজ্জীবনের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র ২০২৫ সালে, এই অনুষ্ঠানগুলি হাজার হাজার দর্শকের কাছে পৌঁছেছিল এবং আশীর্বাদ করেছিল। প্রতি মাসের শেষ রবিবার, "রিভাইভাল ইগনিটার্স" অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়, যা প্রায় ১০,০০০ তরুণ-তরুণীর জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। পঞ্চম রবিবারের মাসগুলিতে, অনুষ্ঠানটি কন্নড় এবং হিন্দিতেও সম্প্রচারিত হয়, যা এর পরিধিকে আরও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করছে।

সমস্ত মহিমা একমাত্র ঈশ্বরের !